দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ : 14 FEB 2014
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

৩০ হাজার স্কুল-কলেজ পরিদর্শনের দায়িত্বে ৩০ কর্মকর্তা!

■ নিজামুল হক

জনবল সংকটের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও শিক্ষকদের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতার বিষয়টি সঠিকভাবে যাচাই করা যাচ্ছে না বলে জানা গেছে। দেশে ৩০ হাজার স্কুল-কলেজ পরিদর্শনের জন্য সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের মাত্র ৩০ জন কর্মকর্তা রয়েছেন। এতো কম সংখ্যক কর্মকর্তা দিয়ে এতো বিপুলসংখ্যক প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবে পরিদর্শন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এতে নানা দুর্নীতি এবং আর্থিক অনিয়ম করেও পার পেয়ে যাচ্ছেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মকর্তারা। পাশাপাশি সরকার হারাচ্ছে কয়েক হাজার কোটি টাকার রাজস্ব। দেশের স্কুল-কলেজগুলো নিয়মিত পরিদর্শনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান 'পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ডিআইএ)' শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। ডিআইএ'র কর্মকর্তারা বলেছেন, দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে এমপিওভুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানা অনিয়ম রয়েছে। সংশ্লিষ্ট পদে যোগ্যতা না থাকার পরও, এমনকি পদ ও নীতিমালার বাইরেও শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে। সরকারি অর্থ নানা অনিয়মের মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর এসব অনিয়ম পরিদর্শন ও তদন্তের মাধ্যমে খুঁজে বের করে ডিআইএ। পাশাপাশি সরকারের কাছ থেকে অনিয়মের মাধ্যমে গ্রহণ করা টাকা আদায়ের সুপারিশ করে প্রতিষ্ঠানটি। কিন্তু জনবল সংকটের কারণে বছরে পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা সম্ভব হচ্ছে না। পাশাপাশি সরকারি কোষাগার থেকে অবৈধভাবে নেয়া টাকা আদায় করাও সম্ভব হচ্ছে না।

সূত্র জানায়, ডিআইএ'র বর্তমানে পরিদর্শনের দায়িত্বে কর্মকর্তা রয়েছেন মাত্র ৩০ জন। বছরে এই জনবল দিয়ে সর্বোচ্চ ১ হাজার ৫শ' প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও তদন্ত করা যাচ্ছে। অথচ দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সরকারি, এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে প্রায় ৩০ হাজার। সে হিসাবে বিদ্যমান লোকবল দিয়ে ৩০ হাজার প্রতিষ্ঠান একবার করে পরিদর্শন করতেও সময় লাগবে ২০ বছর।

সূত্র অনুযায়ী, ১৯৮০ সালে এই প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরুর পর ১৯৮১-৮২ অর্থবছরে ১ হাজার ৬১০টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়। সর্বশেষ ২০০৯-২০১০ সময়কালে ৭৭৯টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে এই প্রতিষ্ঠানটি। সর্বোচ্চ ১৫শ' প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন শেষে অনিয়মের সরকারি কোষাগার থেকে নেয়া ৬৫ কোটি টাকা আদায়ের সুপারিশ করা হয়েছে। জনবল ৬ গুণ বৃদ্ধি করা হলে বছরে অন্তত ৬শ' কোটি টাকা আদায় করা সম্ভব হবে। প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক অধ্যাপক খান হাবিবুর রহমান বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এই অবস্থা চলছে। এই প্রতিষ্ঠানটির জনবল প্রায় দুইশ'তে উন্নীত করার একটি প্রস্তাবনা তৈরি করা হয়েছে। আশা করছি অচিরেই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে এটি অনুমোদিত হবে।